দৈনিক ইনকিলাব

19

তারিখ ... 03-DEC-১৯৯৬
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম - ২

মাদ্রাসাতুল বানাত
মেয়েদের আদর্শ আবাসিক মাদ্রাসা

জেসমীন আখতার

মহান আল্লাহ 'আশরাফুল মাখলুকাত' সৃষ্টি করেছেন মূলতঃ তাঁর 'সৃষ্টিতত্ত্ব' অনুধাবন করে মানুষ হিসাবে সৃষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য। 'সৃষ্টিতত্ত্ব' একটি ব্যাপক বিষয়। বিষয়টি প্ররোপুরি জানার জন্য চাই জ্ঞান অর্জন তথা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ। আর এ জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় অনুশাসন জাত ও সার্বজনীন মূল্যবোধ জাত নীতি সম্বলিত জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা বিচরণ করে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মানবতার মুক্তিদূত ও আমাদের প্রিয় নবীজী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন "প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ"। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এই অমিয় বাণী। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এবং অত্যাধুনিক জীবন-যাপনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেও 'শিক্ষা' এই মৌলিক অধিকার এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা প্রায় উদাসীন। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত। অথচ শিক্ষা কথা দ্বীনী শিক্ষায় যাতে কোনরূপ অবহেলার সুযোগ না থাকে সে জন্য প্রিয়নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বীনী শিক্ষাকে 'ফরজ' বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের ঘুমন্ত চেতনাকে প্রচন্ড নাড়া দিয়ে আন্দোলিত করার জন্য একটি হাদিসে প্রিয়নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে তোমরা সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত গমন করো।" বলাবাহুল্য, নবীজী যখন শিক্ষা সংক্রান্ত এই ঘোষণা দেন তখন আরব দেশ থেকে চীন ছিল বহু দূরের পথ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রথমোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো তিনি এই দ্বীনী শিক্ষাকে কেবল মাত্র পুরুষের জন্য ফরজ বলে ঘোষণা করেননি। বরং তাঁর এই হাদিসটিতে পুরুষের পাশাপাশি পুরুষের প্রায় অর্ধেক, নারীর জন্যও ইলমে দ্বীন শিক্ষা 'ফরজ' বলে উল্লেখ রয়েছে। আর আমরাতো প্রায় সবাই জানি 'ফরজ' মানে যা অবশ্যই পালনীয়। স্বভাবতই আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই অবশ্যই পালনীয় দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে আমার কতখানি সচেতন। স্পষ্টতঃই এই প্রশ্নের উত্তর খানিকটা হতাশাব্যঞ্জক। বিষেশ করে ইলমে দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই নিরাশার অমানিশার মধ্যেও আমাদের মধ্যে এখনও এমন কিছু মহান এবং মহিয়সী বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের নেক আগ্রহ এবং আন্তরিকতায় ইলমে দ্বীনের এই নিবু নিবু শিখাটি খুব উজ্জল না হলেও আলোকিত হয়ে আছে। তাদেরই একজন মুহতারামা আলহাজ্ব এম এ খানম মুহতারামা খানমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র ৭৫-এ নয়াপল্টনে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক মানের হিফজ, কিরাত ও আলিয়া মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় "মাদ্রাসাতুল বানাত"। এটি মেয়েদের জন্য একটি আবাসিক মাদ্রাসা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের নারী সমাজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই মহিলা আবাসিক মাদ্রাসার অবকাঠামো রচিত হয়েছে। আর শুরু থেকেই এই মাদ্রাসার আজীবন সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন আলহাজ্ব আবুল ওফা মোহাম্মাদ শামুসুদ্দোহা। যাতায়াতের দিক থেকে অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত তিন তলা সুপ্রশস্ত নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত এই আবাসিক মাদ্রাসাটিতে সম্পূর্ণ পর্দার ভেতরে থেকে সুশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের রয়েছে অপূর্ব সুযোগ। বিশেষ করে এই মাদ্রাসার পরিচালিকা হাফিজা কারীয়াহ রোকাইয়াহ ছিদ্দীকাহ যিনি কারীয়াহ হিসেবে ছয়বার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তা এবং বহু বার আন্তর্জাতিক কিরাত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারিণী তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় এই মাদ্রাসার প্রতিটি কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে, মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই। এই আবাসিক মাদ্রাসাটির আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের খাদ্য পরিবেশন ও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ। আবাসিক এই ইলমে দ্বীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে অনাবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের পড়ার সুযোগও রেখেছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

সুপ্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসায় দুইটি শাখা রয়েছে। এর একটি শাখা হিফজুল কুরআন। অন্যটি দাখিল-৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আলিয়া। হিফজ শাখায় স্বল্প সময়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পবিত্র কুরআন হিফজ, কারীয়াহ বিভাগে আন্তর্জাতিক মানের কিরাত শিক্ষা দেয়া হয় এবং আলিয়া শাখায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী শ্রেণীমত পাঠদান করা হয়। মাদ্রাসাটিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পাঠদান করে থাকেন। অত্র মাদ্রাসার ছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে পবিত্র কালামে পাকের হাফেজাহ এবং ইলমে কিরাত শিক্ষার মাধ্যমে কারীয়াহ হয়ে আছেন। এছাড়া প্রায় প্রতি বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত হিফজ ও কিরাত এবং শিশু-কিশোরদের কিরাত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের প্রায় প্রতি বছরই ধারাবাহিকভাবে পুরস্কার পেয়ে আসছে। বাংলাদেশে অবস্থিত ইসলামী দেশগুলোর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত হিফজ কিরাত এবং হামদ, নাত ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেও মাদ্রাসার ছাত্রীরা বহুবার পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইরানে আয়োজিত হিফজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত বাছাই প্রতিযোগিতায় "মাদ্রাসাতুল বানাতের" কৃতী ছাত্রীরা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মাদ্রাসাতুল বানাত এর একাংশ

প্রিয় নবীজী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "রাতের কোন একটি অংশে ইলমে দ্বীন শিক্ষা সারারাত নফল ইবাদতের সমান বলে গণ্য"। দ্বীনী শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখিত হাদিসটি তার প্রমাণ বহন করে। এই মহতী বাণীর সার্থক রূপায়ণ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের নারী সমাজে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের মৌলিক শিক্ষানীতির বাস্তব জ্ঞান চর্চার সুমহান ঐতিহ্য বজায় রেখে আগামী দিনগুলোতে এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠান "মাদ্রাসাতুল বানাত" তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেক উদ্দেশ্য সার্থক ও সাফল্য লাভ করবে।